কালিদাস

সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি কালিদাস। কালিদাসের মধ্যে আজ আমরা শুধু এক ব্যক্তিকেই নয়, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এক সুবর্ণযুগের দ্যুতি—যে যুগের সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক মহাকবি কালিদাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যিকগণের ন্যায় এই কবির দেশ-কাল ও জীবনচর্যা সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রামাণ্য কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের কোন্ নগরীতে কোন্ কালে কালিদাসের জন্ম হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিতদের কৌতূহলের অন্ত নেই। প্রাচীন কাল থেকেই এই কবির সম্পর্কে নানান কিংবদন্তী ও লোকশ্রুতি গড়ে উঠেছে"।

কালিদাসের কাল ঃ কবির জীবৎকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা যেসব সিদ্ধান্ত করেছেন, তার মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। তাঁর ব্যক্তিজীবন যেমন সম্পূর্ণ অন্ধকারে, তেমনি জীবৎকালও ঐতিহাসিক প্রমাণাদির ভিত্তিতে নির্ভরযোগ্যভাবে নিরূপিত হয় নি। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খ্রী. পূ. ২য়-খ্রী. ৬ষ্ঠ শতকের কোনও সময়ে কালিদাসের আবির্ভাব ঘটেছিল। তবে কাল নির্ণয়ের পূর্বে কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আলঙ্কারিক দণ্ডী (আনুমানিক ৭ম শঃ) কাব্যাদর্শে শকুন্তলার শ্লোকাংশ (লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি ১|১৫) উদ্ধৃত করেছেন; বাণভট্ট (৭ম শঃ) হর্ষচরিতে (১|১৬) কবির সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন; রবিকীর্তি রচিত ২য় পুলকেশীর আইহোলি শিলালেখে (৬৩৪ খ্রী.) কালিদাস ও ভারবির নাম উল্লিখিত; বৎসভট্টির মন্দসোর লেখের (৪৭২ খ্রী.) কতিপয় শ্লোকের সঙ্গে মেঘদূত ও ঋতুসংহারের শ্লোকের মিল আছে; দার্শনিক কুমারিল ভট্ট (৮ম শঃ) তন্ত্রবার্তিকে শকুন্তলার শ্লোকাংশ (সতাং হি সন্দেহপদেষু...) উদ্ধৃত করেছেন; গউড়বহো নামক প্রাকৃত কাব্যে কবি 'রঘুকার' অভিধায় উল্লিখিত; বামন কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিতে কুমারসম্ভবের (১|৩৫) একটি শ্লোকের অন্তর্গত পদের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন; জৈন কবি জিনসেন (৮১৩ খ্রী.) সমস্যাপূরণের আকারে মেঘদূতের প্রতি শ্লোকের চরণ সহ পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্য রচনা করেছেন। এলাহাবাদে আবিষ্কৃত ভীটা পদকে অঙ্কিত দৃশ্যের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথমাঙ্কে বর্ণিত মৃগয়া-দৃশ্যের সাদৃশ্য আছে; এতদ্ব্যতীত ৮ম-৯ম শতকের কবিপণ্ডিতদের রচনাতেও (ক্ষীরস্বামীর অমরকোষ টীকায়, জৈন শাকটায়নের অমোঘবৃত্তি প্রভৃতিতে) কালিদাসের কবিতার অংশ অথবা তাঁর নাম পাই। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কালিদাস ৭ম শতকের পূর্ববর্তী।

Scanned with CamScanner

ঋতুসংহার[২২] : ছয় সর্গে ১৫২ শ্লোকে গ্রীষ্ম থেকে বসন্ত অবধি ছয় ঋতুর বর্ণনা এই কাব্যের বিষয়বস্তু। কালের বিবর্তনে প্রকৃতিরাজ্যের পটপরিবর্তনে নিসর্গশোভার চিত্র, প্রাণিজগতের সুখ-দুঃখ, লীলাবিলাস, বিশেষতঃ প্রকৃতির প্রভাবে মানুষের দেহেমনে শৃঙ্গারের বাহ্য ভোগ-উপকরণ ও মানসিক বৈচিত্র্য বর্ণিত। কালিদাসের অন্যান্য রচনার তুলনায় এই কাব্যের রচনারীতি অপেক্ষাকৃত সরল ও অনাড়ম্বর। চিত্রধর্মিতা ও গীতিধর্মিতা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য[২৩]। ঋতুসংহার কালিদাসের রচনা কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত আছে[২৪]। অবশ্য অনেকেই একে কালিদাসের রচনারূপে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। কারও কারও অনুমান এই কাব্য কবির অপরিণত বয়সের রচনা, তাই কাঁচা হাতের ছাপ স্পষ্ট[২৫]। সরল রচনাশৈলীর জন্যই সম্ভবতঃ মল্লিনাথ এই কাব্যের টীকা রচনার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'এর (ঋতুসংহার কাব্যের) মধ্যে তরুণ-তরুণীর যে মিলনসঙ্গীত আছে, তাতে স্বরগ্রাম তাদের নীচের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুন্তলা, কুমারসম্ভবের মতো তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পৌঁছয় নি[২৬]।

বর্ষার জলভারাক্রান্ত নব মেঘের উদয়ে মিলনপিয়াসী মানব-মানবীর অন্তরের আকুতি, শরতের নির্মল পরিবেশে ভোগের স্নিগ্ধ আয়োজন, হেমন্তে পাকা ফসলের সম্ভারে পরিপূর্ণ ধরণীতে উচ্ছল জীবনের বৈচিত্র্য, কুহেলিমাখা শীতের শীতল দিনে মিলনসুখের পারতা, বসন্তের রমণীয় কালে বিলাসের বিবিধ উপকরণ ছত্রে ছত্রে বর্ণিত। রবীন্দ্রনাথ 'সেঁজুতি' কাব্যের 'ঋতুসংহার' কবিতায় আলোচ্য রচনার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার উক্ত বৈশিষ্ট্য উদ্ধৃত করেছেন[২৭]। এখানে ঋতুগুলি পার্থিব সুখ-সম্ভোগের বাতাবরণে চিত্রিত—

Scanned with CamScanner

সুবাসিতং হর্ম্যতলং মনোহরং প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাসবিকম্পিতং মধু।
সুতন্ত্রিগীতং মদনস্য দীপনং শুচৌ নিশীথেঽনুভবন্তি কামিনঃ॥ ১।৩
শিরোরুহৈঃ শ্রোণীতটাবলম্বিভিঃ কৃতাবতংসৈঃ কুসুমৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
স্তনৈঃ সহারৈর্বদনৈঃ সসীধুভিঃ স্ত্রিয়ো রতিং সংজনয়ন্তি কামিনাম্॥ ২।১৮
হারৈঃ সচন্দনরসৈঃ স্তনমণ্ডলানি শ্রোণীতটং সুবিপুলং রসনাকলাপৈঃ।
পাদাম্বুজানি কলনূপুরশেখরৈশ্চ নার্যঃ প্রহৃষ্টমনসোঽদ্য বিভূষয়ন্তি॥ ৩।২০
ন চন্দনং চন্দ্রমরীচিশীতলং ন হর্ম্যপৃষ্ঠং শরদিন্দুনির্মলং।
ন বায়বঃ সান্দ্রতুষারশীতলা জনস্য চিত্তং রময়ন্তি সাম্প্রতম্॥ ৫।৩

বৈদিক সাহিত্যে ঋতুসংহার নেই; বৈদিক কবিরা ঋতুর এমন চিত্র পরিকল্পনা করেন নি। রামায়ণে ঋতুবর্ণনা আছে; সীতার অপহরণের পর বিরহী রামের দৃষ্টিতে বর্ষা ও শরতের বর্ণনা করেছেন বাল্মীকি। কালিদাস নিঃসন্দেহে আদি কবির দ্বারা প্রভাবিত; কিন্তু উভয় বর্ণনায় পার্থক্য বিস্তর। পরিবর্তনশীলা প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ বাল্মীকি প্রকৃতি-প্রেমিকের চোখে তার নানা রঙের রূপ এঁকেছেন; কিন্তু কালিদাস মুখ্যতঃ কামিজনের চিত্তবৃত্তিতে প্রকৃতির বিলাস-বৈচিত্র্য, আসক্তি-উদ্দীপনা ও যৌনবৃত্তির বহুমুখী প্রকাশ উজ্জ্বল দীপ্র ভঙ্গিমায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ এই কাব্যের সমালোচনায় মানবজীবনে সৌন্দর্যচেতনা ও ভোগসাধনার সমন্বয়ের কথা বললেও সহজ ইন্দ্রিয়রতির প্রবণতাটি লক্ষ্য করেছেন[১]।

মেঘদূত[২] : কালিদাসরচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা মেঘদূত মন্দাক্রান্তার ধীরললিত গম্ভীর বিন্যাসে প্রেমের আত্মকেন্দ্রিক চেতনায় গীতিকাব্যের সাম্রাজ্যে অতুলনীয় গৌরববাহী। কর্তব্যের অনবধানতায় প্রভুশাপে রামগিরির বিজন আশ্রমে নির্বাসিত যক্ষ আষাঢ়ের প্রথম দিনে নববর্ষার নতুন মেঘকে দেখে অলকার রম্য নিকেতনে বিরহিণী প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে শুভ বার্তা পাঠাতে মনস্থির করেছেন। বিরহদুঃখের আতিশয্যে প্রেমিক যক্ষের নিকট জড় ও চেতনের ভেদাভেদ লুপ্ত; বর্ষার মেঘ দেখে প্রেমসুখে মগ্ন মানুষের হৃদয়েও অজ্ঞাত বিরহের আশঙ্কা জেগে ওঠে। যক্ষের অনুরোধমত মেঘ তার যাত্রাপথে নগ-নদী-নগরীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে 'কামনার মোক্ষ ধাম অলকায়' পৌঁছে বিরহবিধুরা যক্ষপ্রিয়াকে দেখতে পাবে। মেঘের যাত্রাপথ বর্ণনায় ভৌগোলিক ভারতের এক রসময় চিত্র উপস্থাপিত—মানস সরোবর, অমরকূট পর্বত, দশার্ণ জনপদ, বিদিশা নগরী, আম্রকূট শৈল, বিশীর্ণা রেবানদী, চলোর্মি বেত্রবতী, চর্মণ্বতী-শিপ্রা-দৃশদ্বতী-নির্বিন্ধ্যা ও সিন্ধু নদী, ব্রহ্মাবর্ত-কুরুক্ষেত্র-দশপুর প্রভৃতি জনপদ, সরস্বতী-মানস সরোবর প্রভৃতি আরও কত খ্যাত-অখ্যাত স্থান। অতঃপর যক্ষনিবাস সুরম্য অলকাপুরী—তার গগনস্পর্শী অট্টালিকায় লাবণ্যবতী ললনারা বিরাজিতা, সেখানে প্রণয়কলহ ভিন্ন কলহ নেই, যৌবন ভিন্ন বয়স নেই, আনন্দাশ্রু ভিন্ন অশ্রু ঝরে না। এমন মনোরম পরিবেশে যক্ষের বাসগৃহ—সেখানে ইন্দ্রধনুতুল্য সুচারু তোরণ, গৃহদীর্ঘিকায় মরকত মণির সোপান। অলকাপুরীর সুন্দরীরা আদি-সৃষ্টি তিলোত্তমার ন্যায় অপরূপা

Scanned with CamScanner

সুন্দরী—তারা তন্বী, শ্যামা, শিখরিদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা, তাদের হাতে লালীকমল, অলকে বালকুন্দ, মুখে লোধ্রপরাগের পাণ্ডুশ্রী, বেণীবন্ধে নব কুরবক। তারপর দেখা যাবে বিরহবিধুরা যক্ষপ্রিয়া—যেন শিশিরমথিতা মৃণালিনী, প্রাচীমূলে শীর্ণ চন্দ্রকলা; মলিনবসনা একবেণীধরা সেই বিরহিণীর কোলে রাখা বীণার তারগুলি চোখের জলে ভেজা, বিনিদ্র রজনী যাপনের দুঃখে চোখ ফোলা, ঠোঁটদুটি মলিন। অবশেষে যক্ষ মেঘকে অনুরোধ করছে পত্নীর কাছে কুশল সংবাদ নিবেদন করতে।

আলোচ্য কাব্যটি সাধারণভাবে 'মেঘদূত' বা 'মেঘসন্দেশ' নামে পরিচিত এবং 'পূর্বমেঘ' ও 'উত্তর মেঘ' এই দুখণ্ডে বিভক্ত; কিন্তু এই বিভাগ কবিকৃত নয়। ঋগ্‌বেদের একটি মন্ত্রে বর্ষার দূতরূপে মেঘের উল্লেখ আছে[৩]। প্রাচীন চীনা সাহিত্যে (২৭৪ খ্রী. পূ.) জনৈক কবির কবিতায় মেঘ প্রেমের বার্তাবাহী দূতরূপে প্রেরিত[৪]। টীকাকার মল্লিনাথের মতে মেঘদূতের উৎস হল রামায়ণে সীতার কাছে রাম কর্তৃক হনুমানকে দূতরূপে প্রেরণের ঘটনা[৫]। অবশ্য মহাভারতের নল-দময়ন্তী কাহিনীতে দময়ন্তী হাসকে দূত করে অদেখা-অজানা প্রেমিকের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কোনও কোনও সমালোচক মনে করেন মেঘদূতের ভাবধারা সম্পূর্ণ মৌলিক; কিন্তু সকলে এমত গ্রহণে সম্মত নন[৬]। প্রাচীনদের মতে মেঘদূত কেলিকাব্য, ক্রীড়াকাব্য বা খণ্ডকাব্য[৭] বা মহাকাব্য; আধুনিক মতে 'বর্ষাকাব্য', 'বিরহকাব্য' অথবা 'গীতিকাব্য'। বস্তুতপক্ষে এ-কালের ইংরেজী সাহিত্যে যাকে 'লিরিক' বলে, মেঘদূত তা নয়; কিন্তু লিরিকের মৌল উপাদান আত্মমগ্ন ভাবোচ্ছ্বাস এতে বর্তমান। বিরহিহৃদয়ের উৎকণ্ঠা, প্রণয়ের আসঙ্গলিপ্সা, অপূর্ণ বাসনা-কামনার আর্তি ও গীতিপ্রবণতা এই কাব্যটিকে অনন্যসুলভ মাধুর্যে মণ্ডিত করেছে। অন্যদিকে মেঘের যাত্রাপথের বিবরণ, অলকার বর্ণনা, বিরহিণী যক্ষপ্রিয়ার চিত্র প্রভৃতি মহাকাব্যোচিত নিষ্ঠায় ও আড়ম্বরে পরিবেশিত।

শুদ্ধ বিরহকে অবলম্বন করে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ কাব্য মেঘদূত। আষাঢ়ের ধারাসম্পাতে নিখিল বিরহিহৃদয়ের মুখর গীতিকা যেন বহুধারায় বর্ষিত। রসবাদী সমালোচকদের মতে পার্থিব বিরহ-বেদনার বিশ্বব্যাপী অলৌকিক অনুভূতির আনন্দই মেঘদূতের বার্তা। প্রেমের অপূর্ণতাই বিরহ, প্রণয়ের অতৃপ্তিই বিরহের সাহিত্যকে মানুষের অন্তরে মহনীয় করে তোলে। কোনও আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে মেঘদূত 'অবদমিত প্রেমের কাব্য'। দেহরতির যে আকৃতি পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায়, বিরহ-বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে তাই শুচিস্নিগ্ধ ভাবের আদর্শে রমণীয়তা লাভ করে। ভারতীয় আদর্শে বিরহবিচ্ছেদহীন প্রেম অসম্পূর্ণ। সংস্কৃতসাহিত্যে প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ, বৈষ্ণবকাব্যে তার সঙ্গে হৃদয়ের বিরহ—আধুনিক 'রোমান্টিক' কাব্যে তাই অতীন্দ্রিয় নিখিল-বিরহে রূপান্তরিত। উনিশ শতকের য়ুরোপীয় 'রোমান্টিক' কাব্যের একটি প্রধান সুর বিরহের আর্তিতে সোচ্চার। রবীন্দ্রনাথ পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘের মধ্যে শাশ্বত সৌন্দর্য ও আনন্দের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন[৮]।

কালিদাসের মেঘদূত অতি প্রাচীনকালেই জনপ্রিয়তার শিখরে স্থান পেয়েছিল। একদিকে পঞ্চাশটির অধিক টীকা, বহু প্রক্ষিপ্ত শ্লোক, অন্যদিকে এর অনুকরণে পঞ্চাশাধিক

দূতকাব্যের রচনা এর জনপ্রিয়তার প্রমাণ। তীব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মাচার্যেরা সংস্কারমুক্ত চিত্তে এই প্রেমকাব্যের অনুবাদ করেছিলেন এবং জৈন সন্তগণও এর অনুকরণে মহাপুরুষদের জীবনী ও ধর্মীয় কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছিলেন[১০]। আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতরসিকেরা এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন[১০]।

টীকাকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কাশ্মীরী বল্লভদের (১০ম শঃ), মল্লিনাথ সূরি (১৪শ শঃ), দক্ষিণাবর্তনাথ, স্থিরদেব প্রভৃতি[১১]। জনপ্রিয়তার কারণে বিভিন্ন সময়ে মেঘদূতের মূল রচনার মধ্যে কিছু প্রক্ষিপ্ত শ্লোকও স্থান পায়[১২]।

কালিদাসের নাটকত্রয়ীর মূল কাহিনী বহুবল্লভ রাজার প্রেম ও তদ্‌ঘটিত দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক ও নৈতিক বাধাবিঘ্নের অবসানে বিবাহের মধ্য দিয়ে মিলনান্ত পরিণতি।

Scanned with CamScanner